দিনাজপুর রাজবাড়ির রহস্য

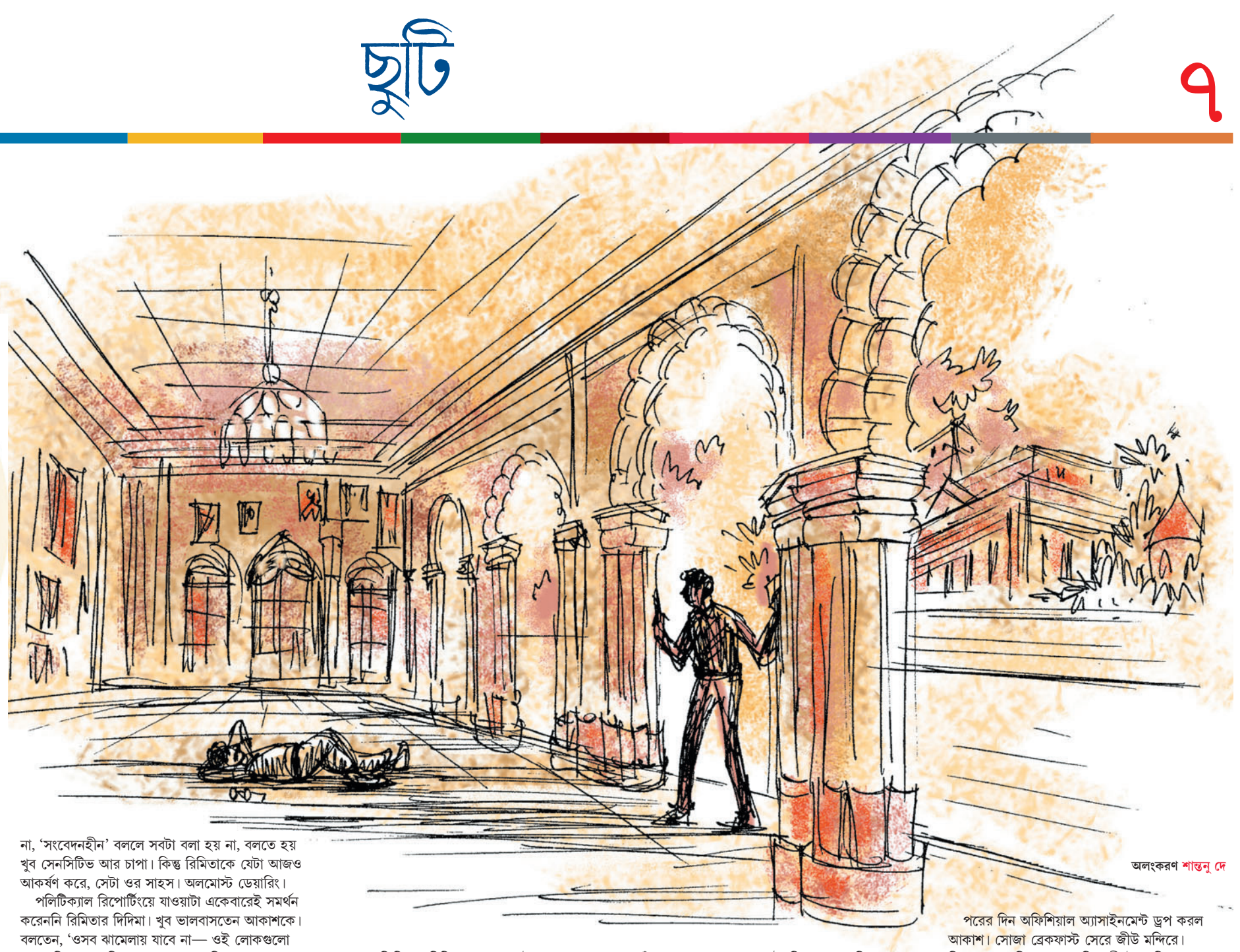

অলংকরণ শান্তনু দে

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

callprasun@gmail.com

বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগটা অকস্মাৎ-ই এসে গিয়েছিল আকাশ চ্যাটার্জির সামনে।

ছুটির দিন। খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে দুপুরের ভূরিভোজের পর, ফরসাইথ-এর 'দ্য কিল লিস্ট' বইটা সবে শুরু করেছে, খবরটা এল সেই সময়।

এমনিতেই ফরসাইথ ওর প্রিয় লেখক। এ বইটাতে যেন নিজেকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন ফ্রেডেরিক। উফ! সোমালিয়ার পটভূমিকায় লেখা এই বইটা পড়লে পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে উনি আগেই জানতেন, মধ্যপ্রাচ্যে 'আইএস' নামক একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। একদম কলেজ জীবন থেকে এই একটা অভ্যাস কখনও বদলায়নি আকাশের— ফ্রেডেরিক ফরসাইথ। ও একটুও বিস্মিত হয়নি যখন বছর কয়েক আগে ফরসাইথ স্বীকার করেন উনি নিজে 'এমফিফটিন'-এর এজেন্ট ছিলেন। এফবিআইয়ের ক্রিমিনাল ট্র্যাকিং রিপোর্টিং সিস্টেমকে যে সোহাগ করে 'দ্য গার্ডিয়ান' বলা হয়— তা ফরসাইথেরই লেখা পড়ে জেনেছিল আকাশ। তারপর থেকেই শব্দটা খুব প্রিয় ওর।

শুনছ, রিকের স্কুলে গার্ডিয়ানস' মিট আছে, সামনের রবিবার। তুমি যাবে, প্রত্যেকবার আমি পারব না— স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলল রিমিতা।

'দ্য গার্ডিয়ান' থেকে "গার্ডিয়ানস' মিট"-এ গিয়ার পালটাতে কয়েক সেকেন্ড লাগল আকাশের।

ব্যস্ত পলিটিক্যাল রিপোর্টারের জীবনের পেশাগত সমস্যা— বউয়ের ঝাড়।

প্রায় ১৭ বছরের পেশাদার পলিটিক্যাল রিপোর্টিং জীবন অনেক কিছুই দিয়েছে আকাশকে। পরিচিতি, খ্যাতি, প্রাচুর্য— আরও অনেক অনেক কিছু। কেড়ে নিয়েছে— ব্যক্তিগত জীবন, বিশ্রাম আর নিজের মতো থাকার লোভনীয় নিঃসঙ্গতা। শেষ কবে বেড়াতে গিয়েছিল মনে করতে পারে না।

পেশার তাগিদে ছুটোছুটি হয় বিস্তর, তাতে ক্লান্তি বাড়ে, ঘোরার আনন্দ থাকে না। কলেজের বন্ধুদের হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপে যখন বেড়ানোর প্ল্যান চলতে থাকে, আকাশ তখন মিউট। আকাশ হিংসে করে ওদের। ফ্যামিলি ও বন্ধুদের নিয়ে কয়েক দিন দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে আত্মগোপন করা। ওরা যায়, ছবি পোস্ট করে, আকাশ দেখে।

রিমিতার সঙ্গে প্রেমটা কলেজ জীবনের। একই পাড়ায় বাড়ি ছিল ওদের। রিমিতা একটা কনভেন্ট স্কুলে পড়ত। আকাশও একটা নামী স্কুলের ভাল ছাত্র ছিল। একই পাড়ায় থাকলেও দুটো পরিবারের মধ্যে সেরকম সখ্য ছিল না। তাই আকাশ আর রিমিতার প্রেমের খবরটা জানাজানি হতে বিস্মিতই হয়েছিল বেশিরভাগ লোক।

আকাশ চ্যাটার্জি— ভাল ছাত্র, দারুণ ক্রিকেট খেলে। মোটামুটি সুদর্শন। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে একটা আলাদা জনপ্রিয়তা ছিল ওর। আকাশও সেই ব্যাপারে উদাসীন ছিল না। কিন্তু রিমিতার সঙ্গে সম্পর্কটা এত গভীর হবে, শুরুতে বুঝতেই পারেনি।

নিবারণবাবুকেও দেখল আকাশ। কৃষ্ণজীউ মন্দিরের পুরোহিত। এখান থেকে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কৃষ্ণজীউ মন্দির— অত্যন্ত জাগ্রত। একটা খুব বড় মেলাও হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। এখানে আসার আগে আকাশ গিয়েছিল ওই মন্দিরে। 'অসামান্য সুন্দর মন্দির', মন্তব্যের খাতায় লিখেছিল। ওর যে বাংলাদেশের সঙ্গে একেবারে নাড়ির টান। সেখানেই আলাপ হয়েছিল নিবারণবাবুর সঙ্গে। বয়স সত্তর মতো হবে। রোগা, মিতভাষী নিবারণবাবুকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল আকাশের।

রিমিতা একটু ইন্ট্রোভার্ট। দুই বোনের মধ্যে বড়। মা-ও চাকরি করতেন। বেশ উচ্চবিত্ত পরিবার। বেসিক্যালি জলপাইগুড়ির। মা-বাবার চাকরি সূত্রে এদিকে সেট্‌ল করা। একটু নাক উঁচু কিন্তু শান্ত প্রকৃতির। কম কথা বলত। ইদানীং রিমিতাকে চিৎকার করতে দেখলে আকাশ কল্পনায় দেখার চেষ্টা করে সেই রিমিতাকে— যে দু'-ঘণ্টা প্রেম করার মধ্যে দুটো সেনটেন্স বলত।

বিয়েটা হবে না বলেই মনে হয়েছিল আকাশের বন্ধুদের। রিমিতার মা-বাবার পছন্দের তালিকায় আকাশ খুব উপরের দিকে ছিল না। বরং রিমিতার এক পিসেমশাই— যিনি শ্রীরামপুরে থাকেন— তাঁর পছন্দ করা এক ডাক্তারকে মনে ধরেছিল ওর মায়ের।

কিন্তু হল বিয়েটা।

প্রচুর লোক হয়েছিল ওদের বিয়েতে। ছোট শহরের দুই পরিচিত মুখ বেশ কিছুদিন প্রেম করে বিয়ে করছে, ব্যারাকপুরে— আ টক্‌ড-অ্যাবাউট ম্যারেজ।

তারপর থেকে পথচলা শুরু। চড়াই-উতরাই, ভাল সময়-খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে এখন স্টেব্‌ল। রিমিতা জানে আকাশকে। মেন্টালি ভীষণ স্ট্রং। আর সেজন্যই অনেকে ওকে সংবেদনহীন বলে।

না, 'সংবেদনহীন' বললে সবটা বলা হয় না, বলতে হয় খুব সেনসিটিভ আর চাপা। কিন্তু রিমিতাকে যেটা আজও আকর্ষণ করে, সেটা ওর সাহস। অলমোস্ট ডেয়ারিং।

পলিটিক্যাল রিপোর্টিংয়ে যাওয়াটা একেবারেই সমর্থন করেননি রিমিতার দিদিমা। খুব ভালবাসতেন আকাশকে। বলতেন, 'ওসব ঝামেলায় যাবে না— ওই লোকগুলো খুব পাজি হয়। তুমি অন্য কোনও চাকরি দেখো।' হাসত আকাশ। 'দিদু আমি সামলে নেব। কিছু চিন্তা করবেন না।' আকাশের তখন স্বপ্ন দেশের প্রথম সারির পলিটিক্যাল জার্নালিস্ট হওয়ার। দ্য হেভি মিক্স অফ পাওয়ার অ্যান্ড গ্ল্যামার।

প্রথম দিকে কলকাতায় বিট করত একটা ডেলির। রোজ রাইটার্স বিল্ডিং, একঘেয়ে কাজ, বিরক্ত লাগতে শুরু করল। পরিবর্তন প্রয়োজনীয় ছিল। বড্ড ছোট পরিসরে আটকে যাচ্ছিল ও। রিমিতাও প্রায়ই বলত, 'একটু বড় ফরম্যাটে যাও, তুমি পারবে।'

একটা চেঞ্জ করল আকাশ। অফারটা লুক্রেটিভ ছিল। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি ম্যাগাজিনে জয়েন করল। জীবনের নতুন সুপার হাইওয়েতে পা দিল আকাশ চ্যাটার্জি।

যে কোনও পলিটিক্যাল সাংবাদিকের কাছে দিল্লি হল: 'দ্য ডেস্টিনেশন'। দিল্লিতে কিছুদিন সাংবাদিকতা না করলে হয়তো কখনও বুঝতেই পারত না কত চ্যালেঞ্জ আছে এই পেশায়! সেই থেকে সাউথ ব্লকের একাধিক আমলার সঙ্গে পরিচয় আকাশের। গুরুত্বপূর্ণ সব কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর মূলত দুটো মুখোমুখি ব্লকে অবস্থিত— একটাকে বলে: নর্থ ব্লক, যার মধ্যে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দফতর এবং স্বরাষ্ট্র দফতর। অন্যটি হল: সাউথ ব্লক, যেখানে আছে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ মন্ত্রক।

দিল্লির অনেক মাঝারি গোছের রিপোর্টারদেরও কানেকশন আছে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির অন্দরমহলে। ছোট মন্ত্রী থেকে সিআইএসএফের ইন্সপেক্টর— সকলকেই টাচে রাখতে হয়। নাহলে মিস হয়ে যেতে পারে কোনও ব্রেকিং বা ট্রেন্ডিং নিউজ।

খবরটা উড়ে এল সাউথ ব্লকের এক মাঝারি মানের আমলার কাছ থেকে।

'হাই আকাশ!' ফোনের ওপারে মি. চতুর্বেদী।

পরের পাঁচ মিনিটে আকাশ বুঝে গেল বাংলাদেশ কপালে নাচছে। ইন্দো-বাংলা হাই লেভেল অফিশিয়াল টক— ঢাকাতে নয়, দিনাজপুরে।

ভেরি সিগনিফিকেন্ট চ্যাটার্জি। গো অ্যান্ড ফাইন্ড আউট।

সম্পাদককে খবরটা দেওয়া মাত্র সার্ভিস রিটার্ন, 'মুভ আকাশ। ফাইন্ড আউট হোয়াট্স কুকিং আপ।'

ইন্দো-বাংলা টক। সোজা কথায়: ভারত-বাংলাদেশ অফিশিয়াল মিটিং। দু'-দেশের আমলারা বসবেন দ্বিপাক্ষিক কিছু বিষয় আলোচনা করতে, কিছু সমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু আসল ক্যাচটা হল স্থান— দিনাজপুর।

খুব ভেবেচিন্তেই বাছা হয়েছিল দিনাজপুরকে। ঢাকা থেকে ৩৪০ কিলোমিটার উত্তরের দিনাজপুর উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সরকারকে অন্যতম কঠিন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হয়েছিল দিনাজপুরে, যা বিএনপি-র খুব শক্ত রাজনৈতিক জমি বলেই পরিচিত ছিল। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া-র হোমটাউন এই দিনাজপুর। বিএনপি-র দুর্গে ফাটল ধরানোর কাজটা অত্যন্ত সুচারুভাবেই করেছিলেন আওয়ামি লিগ নেত্রী তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফায়ারব্র্যান্ড ছাত্রনেতা ইকবালুর রহিমকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয় দিনাজপুরে। নির্বাচনে জিতে এমপি হন এই ছাত্রনেতা, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেন— মোটামুটি বিএনপি-কে রাজনৈতিক হিমঘরে পাঠিয়ে দেন। একটি চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাক্ষী তাই দিনাজপুর। এই ধরনের অফিশিয়াল মিটিং সবসময় একটা জেলা শহরের গুরুত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। দিনাজপুরকে তুলে ধরার কোনও সুযোগ ছাড়তে চাননি শেখ হাসিনা।

কলকাতা থেকে ট্রেনে বালুরঘাট, সেখান থেকে গাড়িতে হিলি সীমান্ত। এই বালুরঘাট স্টেশনটা বেশ ইন্টারেস্টিং। সময় যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার কোনও জেলা সদরের স্টেশনের চারপাশটা এত সবুজ হতে পারে, বালুরঘাট না-দেখলে বিশ্বাসই হত না আকাশের! আর কতদিন থাকবে বলা মুশকিল, কারণ এই সীমান্ত শহরগুলোতে নানা কারণে ভিড় জমাচ্ছে লোক, বাড়ছে মানুষ, বাড়ছে গাড়ি-ঘোড়া, উঠছে ফ্ল্যাট, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আকাশ, স্পেস আর ভালবাসা।

হিলি ইমিগ্রেশন ইত্যাদি সারতে লাগল ঘণ্টাখানেক। ওখান থেকে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক দিনাজপুর। দুই দিনাজপুরের মধ্যে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে— সেটা কী, বলে বোঝানো মুশকিল। সেভাবে দেখলে কিছুই না। আলাদা ধরনের জনগোষ্ঠী, আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা রান্নাবান্না। তবুও একটা মিল আছে— যা নেই কোচবিহারের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের জেলা লালমণির হাটের।

হোটেলে চেক ইন করে একটু জিরিয়ে নিয়ে প্ল্যান করতে শুরু করল আকাশ। এক্সক্লুসিভ লাগবে। পরের তিনদিন শুধুই পেশার জন্য দৌড়।

'ডেস্টিনি' কথাটা খুব মেনে চলে আকাশ। পরের ক'দিন পেশার বৃত্তের বাইরে এক অন্য রহস্য যে এলোমেলো করে দেবে সব, তা জানত না ও— ডেস্টিনি।

তিনদিনের এই ইন্দো-বাংলা আলোচনা প্রথম দিন চলল ১০টা থেকে ১টা।

দিনাজপুর কালেক্টরেট। সিনিয়র কালেক্টর মাইনুদ্দিন সাহেব খুব মেটিকুলাসলি প্ল্যান করেছেন। গোটা ইভেন্টটায় বিদেশি সংবাদমাধ্যমের জন্য বেশ ঢালাও আতিথেয়তা। ইভেন্টকে শোকেস করতে কোনও চেষ্টারই ত্রুটি নেই।

ঝকঝকে তমাল শেখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বেশি সময় লাগেনি। ইভেন্টের দায়িত্বে থাকা তমাল অনায়াস দক্ষতায় সামলাচ্ছে সবকিছু।

সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ফিরতে ফিরতে সাতটা বেজে গেল। ফেরার সময় একটা বইয়ের দোকানে ঢুকেছিল। চিত্রা বন্দোপাধ্যায়ের 'মিসট্রেস অফ স্পাইসেস' বইটা হাতের কাছে পেয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। ইদানীং মার্কিন মুলুকে বেশ কাটছেন এই বঙ্গতনয়া। কলকাতার মেয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পর থেকে মার্কিন মুলুকে। এই উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি একটা ছবিতে অভিনয় করেছেন ঐশ্বর্য রাই। লেখিকার 'সিস্টার অফ মাই হার্ট' অবলম্বনে তামিল টেলি সিরিজ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। দিনাজপুরের বুকশপে চিত্রা বন্দোপাধ্যায় পাওয়া যাবে, ভাবতেই পারেনি আকাশ! ধারণা পালটাচ্ছে আকাশের।

দুই দিনাজপুরের মধ্যে এই একটা জায়গায় মিল আছে— বলছিল অরিত্র। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে আকাশ ফোন করেছিল অরিত্রকে। এটা ওর আরেকটা অনেক দিনের অভ্যাস ।

অরিত্র মুখার্জি। ব্যারাকপুর গভর্নমেন্টে ক্লাসমেট। ঝকঝকে স্মার্ট। একটা কলেজে পড়ায়।

থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত, সেই সুবাদে যাতায়াত আছে বালুরঘাট আর দিনাজপুরে।

'দুটো শহরেই বুঝছি, মানুষ খুব পরিশীলিত। বই পড়ে, নাটক দেখে, কবিতা লেখে— একটা বৌদ্ধিক চর্চার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা আছে দুটো শহরেরই।'

'হুমম, তাই বলে চিত্রা বন্দোপাধ্যায়, ভাব একবার!'

'রাজবাড়িতে গিয়েছিলি?'

অরিত্রর কাছ থেকে প্রত্যাশিত প্রশ্ন! কাজের ফাঁকে, স্থানীয় ইতিহাস আর মিথ চর্চা করে থাকে ও— জানত আকাশ। থিয়েটারের লোক। একটু অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে দেখার ঝোঁক থাকাটা খুব স্বাভাবিক।

'যাওয়া হয়নি। কাল ভাবছি একবার ঘুরে আসব।' আকাশ ডিফেন্স করল।

পেশাগত ব্যস্ততা আর ক্লান্তি কোথাও একটা অপমৃত্যু ঘটিয়েছে আকাশের যাবতীয় অনুসন্ধিৎসার। পলিটিক্স আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুর বাইরে আর বেরনোই হয় না। প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টের আগে অরিত্র ওকে ব্রিফ করে— ওখানে যাচ্ছিস, এটা দেখবি, ওটা দেখবি। তখন খুব 'হ্যাঁ', 'হ্যাঁ' করে আকাশ।

কিন্তু আসল সময়ে ক্লান্তির কাছে হার মানে ওর উৎসাহ। জীবনে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আকাশ চ্যাটার্জি।

দিনাজপুর রাজবাড়িটা না-দেখলে অবশ্য মিস করত। এখনও অসাধারণ সাবেকিয়ানা। মাঝখানটা একটা বড় উঠোনের মতো। চারদিকে মন্দির, দালান, রান্নাঘর; দুর্গাপুজো হয় প্রত্যেক বছর। কালের বিবর্তনে সেই জাঁকজমক আর হয়তো নেই, কিন্তু আজও দিনাজপুরের রাজবাড়ির পুজোতে ভিড় জমায় এলাকার অনেক মানুষ।

বসে বসে শুনছিল আকাশ, ওর খুলনা লিংকটা বেশ কাজে দিয়েছে। ওর মা আসলে খুলনার মেয়ে। '৭১-এর বাংলাদেশ তৈরির সময় এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন আরও অনেকের মতো। এক মামা এখনও থাকেন খুলনার বরেয়া-য়।

'আপনার মামার বাড়ি খুলনায়? ও, তাহলে তো আপনি আমাদেরই লোক!', অনিতা রায়ের গলায় খুশির ওভারডোজ।

অনিতা এই দিনাজপুর রাজবাড়ির মেয়ে। দিনাজপুর রাজবাড়ি ছিল রায় জমিদারদের। ওখানে পাঁচ-ছ'ঘর রায় পরিবার বসবাস করে, এই দিনাজপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন পাড়ায়।

নিবারণবাবুকেও দেখল আকাশ। কৃষ্ণজীউ মন্দিরের পুরোহিত। এখান থেকে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কৃষ্ণজীউ মন্দির— অত্যন্ত জাগ্রত। একটা খুব বড় মেলাও হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। এখানে আসার আগে আকাশ গিয়েছিল ওই মন্দিরে। 'অসামান্য সুন্দর মন্দির', মন্তব্যের খাতায় লিখেছিল। ওর যে বাংলাদেশের সঙ্গে একেবারে নাড়ির টান। সেখানেই আলাপ হয়েছিল নিবারণবাবুর সঙ্গে। বয়স সত্তর মতো হবে। রোগা, মিতভাষী নিবারণবাবুকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল আকাশের।

'এখান থেকে কোথাও যাবেন?', নিবারণবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন আকাশকে। 'ভাবছি রাজবাড়িটা দেখে নেব।' আকাশের উত্তর শুনে বেশ খুশিই হলেন নিবারণবাবু, 'আমিও আপনাকে সেটাই বলতাম, দিনাজপুর এসে দিনাজপুর রাজবাড়ি না-দেখলে, আপনার ভ্রমণ পরিপূর্ণ হবে না।'

মাথাটা দপ করে গরম হয়ে গিয়েছিল আকাশের। 'ভ্রমণ'! আজও কৃষ্ণজীউ মন্দিরে আসার আগে ইন্দো-বাংলা টক কভার করে এসেছে। গিয়ে কপি লেখার কাজটা এগিয়ে রাখতে হবে। আর নিবারণবাবু বলছেন 'ভ্রমণ'!

'আপনি যাবেন নাকি?', জিজ্ঞেস করল আকাশ।

'ওই রাজবাড়ির সঙ্গে আমাদের প্রায় তিনপুরুষের যোগাযোগ', নিবারণবাবুর কথায় একটা ফেলে আসা স্মৃতিকে ছুঁয়ে ফেলার আর্তি রয়েছে কোথাও।

'আপনার গাড়িতে গেলে অসুবিধে হবে?', নিবারণবাবু একটু সংকোচ করছেন।

'না না তা হবে কেন? আপনি এলে ভালই লাগবে।'

আকাশের মনে হল মানুষটা অনেক কিছু জানেন, সঙ্গে গেলে অনেক গল্প শোনা যাবে, দিনাজপুরের অজানা ইতিহাস।

দু'জনে একসঙ্গেই এল রাজবাড়িতে। নিবারণবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন চারিদিক— কোথায় কী ছিল, কোথায় কী হত, প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

অনিতাদেবীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে বেঙ্গালুরুতে, মাঝেমাঝেই মেয়ের কাছে যান, তাই ভারতের সঙ্গে যোগাযোগটা খুব নিবিড়। কথাবার্তায় অনিবার্যভাবে চলে এল দেশভাঙা— '৪৭ আর '৭১। দুটোর তাৎপর্য দু'রকম, মাত্রা ২৫ বছরের ব্যবধানে দু'বার দেশভাগ দেখেছে এদিকের মানুষ।

'জানেন, সোদপুরের নাটাগড়ে না আমার দিদির মেয়ের বিয়ে হয়েছে। দিদি এখন অসুস্থ। তাই মাঝেমধ্যে আমার মেয়ের কাছে গেলে আসার সময় বোনঝির সঙ্গেও দেখা করে আসি।' অনিতা রায়ের গলায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া।

এই বিষণ্ণতাটা চোখ এড়ায়নি আকাশের। সোদপুর-নাটাগড় খুব চেনা জায়গা, ব্যারাকপুরের দুটো স্টেশন পরের সোদপুরে কত ম্যাচ খেলেছে আকাশ! ওর মামার বাড়িও তো খড়দায়। সোদপুরের আগের স্টেশন। কিন্তু ওই বিষণ্ণতাটা? বাংলাদেশের মানুষের মনে কোথাও একটা লুকিয়ে আছে দেশভাগের অব্যক্ত যন্ত্রণা। আজও।

'জানেন, দিনাজপুরের ভারত-ভুক্তি একরকম পাকা ছিল, সেটা হলে আজ ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। একটা ছোট্ট ঘটনার জন্য হয়নি।' নিবারণবাবুকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

'ঘটনাটা কী?', জানতে আকাশের গলায় কৌতূহল।

'ছাড়ুন ও কথা', অনিতাদেবী প্রশ্নটা এড়াতে চাইছেন। 'পুজোর সময় একবার আসবেন। ফ্যামিলি নিয়ে। ভাল লাগবে।'

উঠে পড়ল আকাশ। মুখ ফসকে কথাটা বলার পর নিবারণবাবুকে খুব ভীত মনে হচ্ছে, কী এমন হয়েছিল সাতষট্টি-আটষট্টি বছর আগে যা এখনও আলোচনায় রাখতে চায় না দিনাজপুরের জমিদারবাড়ির লোকেরা?

খটকা, বড় খটকা লাগল আকাশের।

হোটেলে বসে ভাবছিল আকাশ। অনিতাদেবী আর নিবারণবাবু প্রসঙ্গটা উঠতেই ওরকম ফ্যাকাসে মেরে গেলেন কেন? কী গোপন করতে চাইছিলেন দু'জনে? সত্যিই কি কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে দিনাজপুরের রাজবাড়ির অন্দরমহলে?

পরের দিন অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট ড্রপ করল আকাশ। সোজা ব্রেকফাস্ট সেরে জীউ মন্দিরে। নিবারণবাবু মন্দিরে আসেননি, শরীরটা নাকি খারাপ।

হুমম, কিছু একটা আছে এর মধ্যে। কাল দুপুরের একদম প্রাণবন্ত মানুষটা সন্ধ্যায় ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন একটা প্রায় সত্তর বছর আগের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে, আর আজ মন্দিরেই আসেননি!

'উনি কি মাঝেমধ্যেই আসেন না?' আকাশের প্রশ্নের উত্তরে একটা অদ্ভুত চাহনি ছিল বিশ্বম্ভরের— নিবারণবাবুর জোগাড়ে।

'বাবু, গত দশ বছরে এই প্রথম উনি মন্দিরে এলেন না।'

ছোট একচিলতে দিনাজপুরে বাড়িটা খুঁজে পেতে খুব অসুবিধা হয়নি আকাশের। নিবারণবাবু বিয়ে-থা করেননি, একটা ছেলে সর্বক্ষণ থাকে ওঁর বাড়িতে।

সে-ই দরজা খুলে দিল।

'কে এসেছেন বলব?' দরজা খোলার পর কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা ছেলেটির প্রশ্ন।

সরাসরি উত্তর দেওয়ার কোনও আবশ্যিকতা অনুভব করল না আকাশ। ওকে প্রায় অগ্রাহ্য করে ঘরে ঢুকে দেখল নিবারণবাবু চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। চশমাটা খোলা। অদ্ভুত একটা শূন্যতা নিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

আকাশের উপস্থিতি প্রায় অগ্রাহ্য করলেন নিবারণবাবু। শূন্যতা, আতঙ্ক, অস্থিরতা মেশানো এরকম দৃষ্টি বহুদিন কারও চোখে দেখেনি আকাশ। একটা পুরনো কাঠের চেয়ার নিয়ে বিছানার পাশে বসল, 'ডাক্তার দেখিয়েছেন? কেমন বোধ করছেন এখন?'

উত্তর নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন উপর দিকে।

দু'-তিনবার চেষ্টা করার পর আকাশ বুঝল যে হবে না। ভদ্রলোক একটা মানসিক কোমায় রয়েছেন যেখান থেকে বের করে আনা আপাতত অসম্ভব।

কী হল ব্যাপারটা? গতকাল রাজবাড়িতে যখন পার্টিশনের কথা উঠেছিল তখনই কীরকম একটা সিঁটিয়ে যেতে দেখেছিল নিবারণবাবুকে। আর অনিতাদেবীও যেন অত্যন্ত দ্রুত প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দিলেন।

সোজা রাজবাড়ি।

অনিতাদেবী ঘরে ছিলেন, আকাশ এসেছে শুনে বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

চা খেতে খেতে প্রসঙ্গে গেল আকাশ, 'হঠাৎ কাল থেকে নিবারণবাবুকে একটু অন্যরকম দেখছি।'

'আপনি ফিরছেন কবে মি. চ্যাটার্জি?'

'কাল। কেন বলুন তো?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি মিসেস রায়?', আকাশ প্রসঙ্গে আসছে।

'আমি জানি মি. চ্যাটার্জি আপনি কী জানতে চাইছেন? থাক না! কিছু কিছু জিনিস আনএক্সপ্লোর্ড থাকাই ভাল নয় কি?'

'দেওয়ালের ওই ছবিটা কার?'

আকাশের কেন যেন মনে হচ্ছে, এই রাজবাড়ির অন্দরমহলে কোথাও লুকিয়ে আছে এক অজানা রহস্য।

অনিতাদেবী উঠলেন।

একটা মুখবন্ধ করা খাম হাতে দিয়ে বললেন, 'ফিরে গিয়ে পড়ে নেবেন।'

প্রিয় আকাশ,

খুব ভাল লেগেছিল আপনাকে। আশা করি ভালভাবে বাড়ি পৌঁছে গেছেন। আবার আসবেন।

—অনিতা

খামের ভিতরে একটা বহু পুরনো পেপার কাটিংয়ের জেরক্স। '৪৭-এর ভারত-ভাগের সময়ের। আকাশ পড়ল একশ্বাসে। তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিল।

পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ চাওয়া হয়েছিল দিনাজপুর জমিদারবাড়ির কাছ থেকে। চেয়েছিল সিরিল র‍্যাডক্লিফের অফিস। বিনিময়ে দিনাজপুরের ভারত-ভুক্তি পাকা।

রাজিও হয়ে গিয়েছিল রায় পরিবার। টাকাটা নিয়ে আসছিলেন নিবারণবাবুর বাবা তরণীকান্ত রায়। গঙ্গারামপুরের কাছে ডাকাতের হাতে পড়েন তরণীবাবু। টাকাটা যায়। জীবনটাও। টাকাটা লুট করার সময় বাধা দিতে গিয়েছিলেন। গুলি করে মেরে টাকাটা নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আজও নাকি তরণীবাবুর আত্মা ঘুরে বেড়ায় দিনাজপুর রাজবাড়িতে। তাঁর ঘরটা আজও বন্ধই থাকে। কেউ কখনও খোলেনি, ও বিষয় নিয়ে মুখ খোলাও নিষিদ্ধ। রাজবাড়ির অন্দরমহলে তরণীবাবুর আত্মা আজও নাকি হাহাকার করে।

'শুনছ, আজকে তুমিই যাবে রিকের স্কুলে', রিমিতা টাস্কিং শুরু করে দিয়েছে।

নিবারণবাবুই পাঠিয়ে ছিলেন পরের চিঠিটা, 'আবার আসবেন, শুধু পার্টিশন নিয়ে কোনও কথা নয়। ভাল থাকবেন।'